# ফিলিপ্পীয়দের কাছে
# স্মির্নার ধর্মাধ্যক্ষ পলিকার্পের পত্র

পলিকার্প ও তাঁর সঙ্গে প্রবীণবর্গও ফিলিপ্পিতে প্রবাসী মণ্ডলীর সমীপে: সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ও আমাদের ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্টের কাছ থেকে দয়া ও শান্তি তোমাদের মাঝে পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করুক।

১। আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টে আমি তোমাদের সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দিত, কারণ তোমরা প্রকৃত ভালবাসার আদর্শ পালন করেছ, ও সুযোগ অনুসারে শেকলাবদ্ধ পবিত্রজনদের তাদের পথে সাহায্য করেছ [ক]—সেই শেকল এমন, যা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভুর

---

স্মির্না মণ্ডলীর ধর্মাধ্যক্ষ সাধু পলিকার্প তখনই এ পত্র লেখেন যখন আন্তিওখিয়ার ধর্মাধ্যক্ষ সাধু ইগ্নাস (১০৭ খ্রীষ্টাব্দে) শেকলাবদ্ধ অবস্থায় রোম অভিমুখে ফিলিপ্পির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। ফিলিপ্পি-মণ্ডলীর কাছে পত্র পাঠিয়ে তিনি সাধু ইগ্নাসের বিষয়ে অতিরিক্ত তথ্য জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, এবং পত্রটি সহ সাধু ইগ্নাসের কতগুলো পত্রও পাঠান যেগুলো তাঁর নিজের কাছে গচ্ছিত ছিল। এতে অনুমান করা যায়, ইগ্নাস ও পলিকার্পের মধ্যে অতিঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক সম্পর্ক ছিল।

পত্রটি পড়ে একথা স্বীকার করতে হবে যে, ইগ্নাসের পত্রগুলো অপেক্ষা এই পত্র ঐশতাত্ত্বিক বিষয়ের উপর তত জোর দেয় না; কিন্তু তবু এও স্বীকার্য যে, ইগ্নাসের চেয়ে পলিকার্প পবিত্র বাইবেলের বাণী, বিশেষভাবে নবসন্ধির বাণী অধিক পরিমাণেই উল্লেখ করেন।

আদিখ্রীষ্টমণ্ডলীর জগতে সাধু পলিকার্প খ্রীষ্টভক্তদের অসীম সম্মানের পাত্র ছিলেন; এমনকি সাধু ইগ্নাসের চেয়েও অধিক সম্মানিত ছিলেন, যেহেতু দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝিতে প্রায় কেবল তিনিই বলতে পারতেন, আমি যীশুর প্রেরিতদূতদের চিনেছিলাম। সম্ভবত তিনি ৭০ খ্রীষ্টাব্দের আগে জন্ম নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় শতাব্দীর সাধু ইরেনেউস ছিলেন তাঁর শিষ্য; পলিকার্পের বিষয়ে তিনি লেখেন: 'পলিকার্প প্রেরিতদূতদের কাছে শিক্ষা লাভ করেছিলেন ও প্রভুকে যারা স্বচক্ষে দেখেছিল তাদের সঙ্গে জীবন কাটিয়েছিলেন। উপরন্তু প্রেরিতদূতেরা নিজেরাই তাঁকে এশিয়া প্রদেশে অবস্থিত স্মির্না মণ্ডলীর ধর্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেছিলেন। আমার শৈশবকালে আমি তাঁকে দেখেছিলাম, এবং সবসময় তাঁকে সেই সকল বাণী শেখাতে শুনেছি যা তিনি প্রেরিতদূতদের কাছে শিখেছিলেন ও মণ্ডলী যা একমাত্র সত্য বাণী বলে সম্প্রদান করে থাকে।' সাধু ইরেনেউসের সাক্ষ্য অনুসারে আমরা এও জানতে পারি যে, বিশেষভাবে প্রেরিতদূত যোহনেরই সঙ্গে পলিকার্পের বিশেষ আন্তরিকতা ছিল; পলিকার্প বলতেন, যোহন-রচিত সুসমাচারে যা যা লেখা আছে, সেই সকল জীবন-বাণী তিনি স্বয়ং প্রেরিতদূত যোহনের মুখেই বারবার শুনেছিলেন। তিনি ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৫৭ সালে সাক্ষ্যমরত্ব লাভ করেন।

**(ক)** এখানে ইগ্নাস ও তাঁর সঙ্গীদেরই কথা বলা হচ্ছে যাঁরা বন্দি অবস্থায় ফিলিপ্পি শহর হয়ে রোম-যাত্রা করেছিলেন ।

মনোনীতদের প্রকৃত অলঙ্কার স্বরূপ। [২] আবার আমি আনন্দিত, কারণ আদি থেকে [ক] তোমাদের কাছে প্রচারিত যে বিশ্বাস, সেই দৃঢ়স্থাপিত বিশ্বাস এখনও স্থিতমূল ও আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টের উদ্দেশেই এখনও ফল উৎপাদন করে থাকে, যিনি আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ পর্যন্তই যন্ত্রণাভোগ করলেন, যাঁকে ঈশ্বর পাতালের সঙ্কট থেকে [খ] মুক্ত করে পুনরুত্থিত করলেন, [৩] যাঁকে না দেখেও তোমরা এমন অনির্বচনীয় [গ] ও গৌরবময় আনন্দের সঙ্গেই বিশ্বাস করেছ, যে আনন্দে অনেকেই প্রবেশ করতে বাসনা করে; আর তোমরা ভালই জান যে, অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণকৃত: কর্মফল দ্বারা নয় [ঘ], কিন্তু যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারাই পরিত্রাণ পেয়েছ।

২। সুতরাং কোমর বেঁধে [ঙ] তোমরা সত্যের আশ্রয়ে ও *সভয়ে প্রভুর সেবা কর* [চ]— যত অসার আস্ফালন ও নিকৃষ্ট ভুল ত্যাগ ক'রে ও তাঁকেই বিশ্বাস ক'রে যিনি আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করলেন ও তাঁকে গৌরব [ছ] ও তাঁর ডান পাশে আসন দিলেন, স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কিছু যাঁর অধীন, সর্বপ্রাণীকুল যাঁর সেবা করে, যিনি জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা রূপে আসছেন [জ]; তাঁর প্রতি যারা অবাধ্য তাদের কাছে ঈশ্বর তাঁর রক্তের জবাবদিহি চাইবেন। [২] তাঁকে যিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করলেন, তিনি আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন [ঝ] যদি তাঁর ইচ্ছা পালন করি, তাঁর আদেশ পথে চলি, তিনি যা ভালবেসেছেন আমরা যদি তা ভালবাসি, অর্থাৎ যদি যত অধর্ম, লোভ, অর্থলালসা, কটুবাক্য, মিথ্যাসাক্ষ্য বর্জন ক'রে অমঙ্গলের প্রতিদানে অমঙ্গল, অপমানের প্রতিদানে অপমান [ঞ], আঘাতের প্রতিদানে আঘাত, অভিশাপের প্রতিদানে অভিশাপ না দিই, [৩] বরং যদি প্রভুর শিক্ষাবাণী স্মরণ করি যিনি বলেছেন, *তোমরা বিচার করো না, যেন নিজেরা বিচারাধীন না হও; ক্ষমা কর, তোমাদেরও ক্ষমা করা হবে; দয়াবান হও, যেন দয়া পেতে পার; যে মাপকাঠিতে*

---

(ক) ফিলিপ্পি শহরের কথা শিষ্যচরিতে ও প্রেরিতদূত পলের পত্রাবলিতে বারবার উল্লিখিত।
(খ) শিষ্য ২:২৪।
(গ) ১ পিতর ১:৮। লক্ষণীয়, পলিকার্পের এই লেখায় পিতরের প্রথম পত্র এবং এফেসীয়দের ও তিমথির কাছে পলের পত্রগুলোই বিশেষভাবে উল্লিখিত। এতে প্রমাণিত হয়, উল্লিখিত পত্রগুলো দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে খ্রীষ্টীয় সমাজে যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছিল।
(ঘ) এফে ২:৮-৯।
(ঙ) বাইবেলের ভাষায় এর অর্থ হল, দ্বিধা না করেই কাজ করা।
(চ) সাম ২:১১। পলিকার্পের লেখায় প্রাক্তন সন্ধি থেকে উদ্ধৃত বাণী খুব কম। তিনি নিজেই স্বীকার করেন, প্রাক্তন সন্ধির সঙ্গে তিনি তত পরিচিত নন।
(ছ) ১ পিতর ১:২১।
(জ) শিষ্য ১০:৪২।
(ঝ) ২ করি ৪:১৪।
(ঞ) ১ পিতর ৩:৯।

*পরিমাপ কর, সেই মাপকাঠিতে তোমাদের জন্য পরিমাপ করা হবে* [ক]; তিনি এ কথাও বলেছিলেন, *দীনহীন যারা ও ধর্মময়তার জন্য নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই* [খ]। [তবেই তিনি আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন।]

৩। ভ্রাতৃগণ, নিজেই ইচ্ছা করে যে আমি ধর্মময়তা সম্বন্ধে তোমাদের কাছে লিখছি এমন নয়, কিন্তু তোমরা আমাকে আমন্ত্রণ করেছ বিধায় লিখছি। [২] কারণ আমিও নয়, আমার মত অন্য কেউও সেই ধন্য ও গৌরবময় পলের জ্ঞান পালন করতে সক্ষম নয়। তোমাদের মধ্যে থাকাকালে সেকালের লোকদের সম্মুখে তিনি নিজেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও শক্তির সঙ্গে সত্যবাণী সম্বন্ধে শিক্ষা দিলেন, আর অনুপস্থিত হলে তোমাদের কাছে এমন পত্র লিখলেন যার কথা ধ্যান করে তোমরা গৃহীত বিশ্বাসে নিজেদের গেঁথে তুলতে পারবে; [৩] কেননা *বিশ্বাসই আমাদের সকলের জননী* [গ], পরে আসে আশা, আর তার আগে আসে ঈশ্বর, খ্রীষ্ট ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসা। তেমন সঙ্ঘে যে কেউ থাকে, সে ধর্মময়তার আদেশ পূর্ণ করে, কারণ ভালবাসা যার আছে, সে সমস্ত পাপ থেকে দূরে আছে।

৪। *অর্থলালসাই সমস্ত অনিষ্টের মূল* [ঘ]। সুতরাং, আমরা যখন জানি যে *আমরা জগতে কিছুই সঙ্গে আনিনি, কিছুই সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও পারি না* [ঙ], তখন এসো, ধর্মময়তার রণসজ্জায় নিজেদের সজ্জিত করি, ও প্রথমে প্রভুর আদেশ পথে চলতে নিজেরা শিখি। [২] তারপরে আমাদের স্ত্রীদের গৃহীত বিশ্বাসে, ভালবাসায় ও শুচিতায় থাকতে, নিজেদের স্বামীকে বিশ্বস্তভাবে প্রেম করতে, অন্যান্য সকলকে শুচিতার সঙ্গে ভালবাসতে, ও নিজেদের সন্তানদের ঈশ্বরভয়ে মানুষ করতে শেখাই। [৩] বিধবাদের এমন শিক্ষা দিই, তারা যেন প্রভুবিশ্বাসে চিন্তামগ্ন থাকে, সকল মানুষের জন্য প্রার্থনা করে, সমস্ত পরনিন্দা, কটুবাক্য, মিথ্যাসাক্ষ্য, অর্থলালসা ও যত অনিষ্ট থেকে দূরে থাকে; তারা যেন এবিষয়ে সচেতন হয় যে, তারা ঈশ্বরের বেদি, আর তিনি সবকিছু তলিয়ে দেখেন, ও চিন্তা-ভাবনার কোন কিছুই তাঁকে এড়াতে পারে না, হৃদয়ের কোন গোপন চিন্তাও নয় [চ]।

৫। সুতরাং, একথা জেনে যে *ঈশ্বরের সঙ্গে চালাকি করা চলে না* [ছ], আমাদের এমনভাবে আচরণ করা উচিত যা তাঁর আদেশ ও গৌরবের যোগ্য।

---

(ক) মথি ৭:১-২ ও লুক ৬:৩৬-৩৮।
(খ) লুক ৬:২০; মথি ৫:৩,১০।
(গ) গালাতীয় ৪:২৬।
(ঘ) ১ তিমথি ৬:১০।
(ঙ) ১ তিমথি ৬:৭।
(চ) ১ করি ৪:২৫। পলিকার্পের অঙ্কিত খ্রীষ্টীয় জীবনযাপন সত্যিই আকর্ষণীয়।
(ছ) গালাতীয় ৬:৭।

২ পরিসেবকেরাও মানুষের নয়, ঈশ্বর ও খ্রীষ্টেরই পরিসেবক হওয়ায় তাঁর
ধর্মময়তার সামনে নির্দোষিতার পথে চলুন; তাঁরা যেন পরনিন্দুক, মিথ্যাবাদী, অর্থপিপাসু
না হন, বরং সবকিছুতে মিতাচারী, দয়াবান, সতর্ক হন; তাঁরা সেই প্রভুর সত্য অনুসারে
চলুন যিনি *সকলের দাস* (ক) হলেন। ইহলোকে তাঁর গ্রহণযোগ্য হলে প্রতিদানে আমরা
আসন্ন সবকিছুও পাব, যেমনটি তিনি মৃতদের মধ্য থেকে আমাদের পুনরুত্থিত করবেন
বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। আর আমরা তাঁর যোগ্য নাগরিক বলে ব্যবহার করলে তবে তাঁর
সঙ্গে রাজত্বও করব (খ)—অবশ্য, আমাদের যদি বিশ্বাস থাকে।

৩ যুবকেরা সবকিছুতে অনিন্দনীয় হোক; সর্বোপরি নির্মলতা বজায় রাখবার কথা
ভাবুক এবং অনিষ্ট থেকে নিজেদের ছিন্ন করুক। কেননা জগতের সব ধরনের লালসা
থেকে নিজেদের ছিন্ন করা সমীচীন, কারণ সব ধরনের লালসা আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করে (গ), এবং যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, ব্যভিচারী ও সমকামী ঈশ্বরের রাজ্যের
উত্তরাধিকারী হবে না (ঘ); কুকর্মের সাধক যারা তারাও নয়। সুতরাং, এসব পাপ থেকে
নিজেদের সংযত রাখা একান্ত প্রয়োজন; এও একান্ত প্রয়োজন: ঈশ্বরের ও খ্রীষ্টেরই
বশে যেন, প্রবীণদের ও পরিসেবকদের বশে চলা। যুবতীরা অনিন্দ্য ও নির্মল বিবেক
বজায় রেখে জীবনযাপন করুক।

৬। প্রবীণবর্গ সকলের প্রতি করুণাময় ও দয়াবান হোন; পথভ্রষ্টদের ফিরিয়ে
আনুন (ঙ), দুর্বলদের প্রতি যত্নবান হোন, বিধবা, এতিম ও গরিবদের অবহেলা করবেন
না, বরং তাতেই সচেষ্ট থাকবেন যা ঈশ্বর ও মানুষের দৃষ্টিতে উত্তম। তাঁরা ক্রোধ,
ব্যক্তি-পক্ষপাত ও অন্যায়-বিচার এড়িয়ে চলুন, অর্থপিপাসা থেকে দূরে থাকুন, কারও
মন্দ সহজে বিশ্বাস করবেন না, অধিক কঠোর বিচার করবেন না, একথা জেনে যে,
আমরা সকলেই পাপের কাছে দায়ী। ২ আমরা যখন প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি তিনি
যেন আমাদের ক্ষমা করেন, তখন আমাদেরও ক্ষমা করতে হবে (চ), কারণ আমরা
প্রভুর ও ঈশ্বরের চোখের সামনেই দাঁড়াচ্ছি, আর *আমাদের সকলকে খ্রীষ্টের
বিচারাসনের সামনে দাঁড়াতে হবে, ও আমাদের প্রত্যেককেই ঈশ্বরের কাছে নিজ নিজ
হিসাব দিতে হবে* (ছ)।

৩ সুতরাং এসো, আমরা *সভয়ে ও সম্ভ্রমে* (জ) তাঁর সেবা করি, যেভাবে তিনি নিজে

---

(ক) মার্ক ৯:৩৫ দ্রঃ। বাস্তবিকই, 'পরিসেবক' গ্রীক শব্দের অর্থই 'দাস'।
(খ) ২ তিমথি ২:১২।
(গ) গালাতীয় ৫:১৭।
(ঘ) ১ করি ৬:৯-১০।
(ঙ) এজে ৩৪:৪।
(চ) প্রভুর প্রার্থনা দ্রঃ।
(ছ) রো ১৪:১০-১২।
(জ) সাম ২:১১।

আমাদের আদেশ করেছেন, যেভাবে সেই প্রেরিতদূতেরাও আদেশ করেছেন যাঁরা আমাদের কাছে সুসমাচার এনে দিয়েছেন, যেভাবে সেই নবীরাও আদেশ করেছেন যাঁরা আমাদের প্রভুর আগমনের কথা পূর্বঘোষণা করেছিলেন। এসো, আমরা ভালোর জন্য আগ্রহ দেখাই; দুর্নাম ও ভণ্ড ভাইদের এড়িয়ে চলি; তাদেরও এড়িয়ে চলি যারা মিথ্যায় প্রভুর নাম বহন করে ও নির্বোধকে পথভ্রান্ত করে।

৭। যে কেউ যীশুখ্রীষ্টকে মাংসে আগত বলে স্বীকার করে না, সে খ্রীষ্টবৈরী [ক]; আর যে কেউ ক্রুশের সাক্ষ্য স্বীকার করে না, সে শয়তান থেকে উদ্গত: আর যে কেউ নিজ ভাবাবেগ অনুযায়ী প্রভুর বচনগুলি বিকৃত করে, ও এমন কথা সমর্থন করে যে, পুনরুত্থান নেই, বিচারও নেই, তেমন লোক শয়তানের প্রথমজাত।

২ সুতরাং, ভিড়ের নির্বুদ্ধিতা ও তাদের মিথ্যা ধর্মশিক্ষা ছেড়ে, এসো, আদিতে যে বাণী আমাদের সম্প্রদান করা হয়েছে [খ], সেই বাণীর কাছে ফিরে যাই: *প্রার্থনার উদ্দেশ্যে সুবিবেচক ও মিতাচারী হও* [গ]। এসো, উপবাসে রত থাকি, আমাদের মিনতিতে সর্বদ্রষ্টা ঈশ্বরের কাছে যাচ্না করি: *আমাদের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে দিয়ো না* [ঘ], কারণ যেমন প্রভুও বলেছিলেন, *আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্বল* [ঙ]।

৮। সুতরাং এসো, আমরা আমাদের প্রত্যাশায় ও আমাদের ধর্মময়তার পণ স্বরূপ সেই খ্রীষ্টে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকি, যিনি *নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশকাষ্ঠের উপরে তুলে বহন করলেন* [চ], *যিনি কোন পাপ করেননি; যাঁর মুখেও কখনও পাওয়া যায়নি ছলনার কথা* [ছ], কিন্তু আমাদের খাতিরে, আমরা যেন তাঁর মধ্যে জীবিত হতে পারি, সবকিছু সহ্য করলেন। ২ তবে এসো, আমরা তাঁর সহনশীলতার অনুকারী হই, আর যদি তাঁর নামের জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করি, তাঁকে গৌরবান্বিত করি। কেননা নিজের মধ্যে তিনি এই আদর্শই আমাদের কাছে রেখে গেছেন, আর আমরা তাই বিশ্বাস করেছি।

৯। আমি তোমাদের সকলকে অনুরোধ করছি, ধর্মময়তার বাণীর প্রতি বাধ্য হও, সেই

---

(ক) ১ যোহন ২:৫। এতে অনুমান করা যেতে পারে, উপরে উল্লিখিত 'ভণ্ড ভাইয়েরা' ছিল গ্রীক জ্ঞানমার্গপন্থী। অর্থাৎ সেই ভণ্ড ভাইয়েরা পুনরুত্থান ও শেষ বিচারের কথা অস্বীকার ক'রে অনৈতিক জীবন যাপন করত।

(খ) ভ্রান্তমত থেকে রক্ষা পাবার শ্রেষ্ঠ উপায় হল প্রৈরিতিক শিক্ষার প্রতি বিশ্বস্ততা বজায় রাখা।

(গ) ১ পিতর ৪:৭। ভ্রান্তমতের ফলে ফিলিপ্পি-মণ্ডলী নৈতিক অলসতা-প্রবণ ছিল বলে পলিকার্প তাদের ত্যাগস্বীকার করতে ও জাগ্রত থাকতে আহ্বান করেন।

(ঘ) মার্ক ৬:১৩।

(ঙ) মথি ২৬:৪১।

(চ) ১ পিতর ২:২৪।

(ছ) ১ পিতর ২:২২।

সহিষ্ণুতার সাধনা কর যা নিজেদের চোখেই তোমরা ধন্য ইগ্নাস [ক], জসিমোস ও রুফুসের মধ্যে শুধু নয়, তোমাদের মাঝে অন্যদেরও মধ্যে, স্বয়ং পল ও অন্যান্য প্রেরিতদূতদেরও মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছ। [২] জেনে রেখ, তাঁরা বৃথাই দৌড়াননি [খ], কিন্তু বিশ্বাস ও ধর্মময়তায়ই দৌড়লেন, আর তাঁরা এখন সেই প্রতিশ্রুত স্থানে প্রভুর সঙ্গেই আছেন যাঁর সঙ্গে দুঃখকষ্টও ভোগ করলেন। কেননা তাঁরা এই বর্তমান যুগ নয়, তাঁকেই বরং ভালবাসলেন যিনি আমাদের হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন ও আমাদের খাতিরে ঈশ্বর দ্বারা পুনরুত্থিত হলেন [গ]।

১০। তাই তোমরা বিশ্বাসে দৃঢ়স্থাপিত ও অটল হয়ে [ঘ], ভ্রাতৃত্বকে ভালবেসে, পরস্পরকে প্রেম করে [ঙ], সত্যে একত্রিত হয়ে, প্রভুর কোমলতায় একে অপরের প্রতিযোগী হয়ে, কাউকে তুচ্ছ মনে না করে এসব কিছুতে স্থিতমূল থাক ও প্রভুর আদর্শ পালন কর। [২] উপকার করতে পারলে সময় স্থগিত করো না, কারণ অর্থদান মৃত্যু থেকে মুক্তিদান করে [চ]। সকলে একে অপরের অধীন হও [ছ], বিধর্মীদের মাঝে তোমাদের জীবনাচরণ অনিন্দনীয় হোক, যাতে তোমাদের সৎকর্মের জন্য [জ] তোমরাও প্রশংসা পেতে পার ও তোমাদের মধ্যে প্রভুর নিন্দা না হয়। [৩] কিন্তু তাদেরই ধিক্, যাদের কারণে প্রভুর নাম নিন্দার বস্তু হয় [ঝ]। সুতরাং যে মিতাচারিতা তোমরা নিজেরাই পালন করছ, তা সকলকে শেখাও।

---

**(ক)** এখানে ইগ্নাস অন্যান্য সাক্ষ্যমরদের সঙ্গে সহিষ্ণুতার আদর্শ বলে উপস্থাপিত, অথচ ১৩ অধ্যায় পলিকার্প তাঁর খবরাখবর জানতে চান। সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে এখানে ইগ্নাস মৃত, কিন্তু ১৩ অধ্যায় জীবিত। এ কেমন হতে পারে? বর্তমানে প্রচলিত সমস্যা-সমাধান দু'টো: ক। পলিকার্পের এই পত্রে তাঁর দু'টো পত্রই সঙ্কলিত হয়েছে; প্রথম পত্র হল এই বর্তমান পত্রের ১৩ ও ১৪ অধ্যায়, আর তা লেখা হয়েছিল ফিলিপ্পি হয়ে ইগ্নাসের রোম-যাত্রার পর পরেই; দ্বিতীয়টা (বর্তমান পত্রের ১-১২ অধ্যায়) পরবর্তীকালেই লিখিত হয়েছিল। খ। পত্রটি একক পত্র, এবং এই পদে ইগ্নাস (মৃত) সাক্ষ্যমর রূপে নয়, সাক্ষ্যদাতা রূপেই সহিষ্ণুতার আদর্শ বলে উপস্থাপিত যেহেতু মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ায় আপনা-আপনিই সাক্ষ্যদাতা বলে গণ্য। সম্ভবত দ্বিতীয় ব্যাখ্যাই অধিক গ্রহণযোগ্য। স্মরণযোগ্য, যাঁরা নির্যাতনকালে নিপীড়িত হওয়া সত্ত্বেও মারা যেতেন না, তাঁদের সাক্ষ্যদাতা বলা হত; আর তাঁদেরই সাক্ষ্যমর বলা হত যাঁরা নিপীড়িত হওয়ার ফলে মারা যেতেন।

**(খ)** ফিলিপ্পীয়দের কাছে এপত্রে পলিকার্প ফিলিপ্পীয়দের কাছে প্রেরিতদূত পলের বাণীই স্মরণ করান: ফিলি ২:১৬।

**(গ)** এইখানে পলিকার্পের পত্রের গ্রীক ভাষার পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত। পরবর্তী অধ্যায়গুলো লাতিন ভাষার পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করে।

**(ঘ)** ১ করি ১৫:১৮।

**(ঙ)** ১ পিতর ৩:৮।

**(চ)** তোবিত ৬:১০।

**(ছ)** ১ পিতর ৫:৫।

**(জ)** ১ পিতর ২:১২।

**(ঝ)** ইসা ৪২:৫।

১১। ভালেণ্টের ব্যাপার আমাদের অনেক দুঃখ দিয়েছে: তিনি একসময় তোমাদের মাঝে প্রবীণ ছিলেন, অথচ এখন তাঁকে দেওয়া পদের দিকে কতই না কম মর্যাদা দেখাচ্ছেন। এজন্য আমি তোমাদের সাবধান-বাণী দিচ্ছি, তোমরা কৃপণতা থেকে নিজেদের দূরে রাখ, ও শুচি ও সত্যবাদী হও। যে কোন অনিষ্ট থেকে নিজেদের দূরে রাখ। ২ এসব কিছুতে যে আত্মসংযম করতে পারে না, সে কী করেই বা অন্যদের চেতনা দিতে পারবে? যে কেউ কৃপণতা থেকে নিজেকে দূরে রাখে না, সে প্রতিমা-পূজা দ্বারা কলুষিত হবে, ও সেই বিধর্মীদের একজন বলে বিচারিত হবে, যারা ঈশ্বরের বিচারের কথা জানে না [ক]। অথবা *তোমরা কি জান না যে, পবিত্রজনেরা জগতের বিচার করবেন* [খ]—যেভাবে পল শিক্ষা দেন?

৩ তথাপি তোমাদের বিষয়ে আমি এধরনের কিছু কখনও অনুভব করিনি, শুনিও নি, সেই তোমরা যাদের মধ্যে ধন্য পল কাজ করলেন ও যাদের কথা তাঁর পত্রের শুরুতে প্রশংসিত [গ]। কেননা যে মণ্ডলীগুলো তখন প্রভুকে জানত—সেসময়ে আমরা তো তাঁকে জানতাম না—সেই সমস্ত মণ্ডলীর মধ্যে তোমাদের বিষয়ে তিনি গর্বই করতেন [ঘ]।

৪ এজন্য ভ্রাতৃগণ, ভালেণ্ট ও তাঁর স্ত্রীর ব্যাপারের জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে; প্রভু তাঁদের কাছে প্রকৃত অনুতাপ মঞ্জুর করুন। তোমরাও কিন্তু এ ব্যাপারে সমতা বজায় রাখ; তাঁদের শত্রু বলে গণ্য করবে না [ঙ], বরং পীড়িত ও পথভ্রষ্ট অঙ্গগুলিই যেন তাঁদের ডেকে ফিরিয়ে আন, যাতে তোমাদের গোটা দেহ ত্রাণ পেতে পারে; কেননা তাঁদের সাহায্য করায় তোমরা নিজেদেরই গেঁথে তোল।

১২। আমার বিশ্বাস, তোমরা শাস্ত্র ভাল করেই জান, সেই বিষয়ে তোমাদের অজানা কিছু নেই; আমার পক্ষে কিন্তু তা সম্ভব নয় [চ]। একথা যথেষ্ট হোক; শাস্ত্র যেমন বলে, *ক্রুদ্ধ হয়েও পাপ করো না* [ছ], এবং *তোমরা ক্রুদ্ধ থাকতে যেন সূর্যাস্ত না হয়* [জ]। সুখী সেইজন যে একথা মনে রাখে; আর আমার বিশ্বাস, তোমাদের বেলায় একথা সত্য।

২ আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পিতা সেই ঈশ্বর, ও ঈশ্বরের পুত্র ও চিরকালীন

---

(ক) যেরে ৫:৪।
(খ) ১ করি ৬:২। নব সন্ধি ও প্রৈরিতিক পিতৃগণের ভাষায়, 'পবিত্রজন' বলতে 'খ্রীষ্টভক্ত' বোঝায়।
(গ) ২ করি ৩:২ দ্রঃ।
(ঘ) ১ থেসা ১:৪।
(ঙ) ২ থেসা ৩:১৫।
(চ) পলিকার্পের একথা থেকে অনুমান করতে পারি, তিনি ইহুদী বংশের মানুষ ছিলেন না, নইলে কমপক্ষে প্রাক্তন সন্ধির বিষয়েই তাঁর যথেষ্ট অধিকার থাকত। তথাপি লক্ষণীয় বিষয় এটি যে, এখানে তিনি নব সন্ধিরও একটা বচন (এফেসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত পলের পত্র) উল্লেখ করায় প্রমাণিত হয় যে পলিকার্পের সময়ে প্রাক্তন সন্ধি শুধু নয়, নব সন্ধিও 'শাস্ত্র' আখ্যা লাভ করেছিল।
(ছ) সাম ৪:৫।
(জ) এফে ৪:২৬।

মহাযাজক [ক] সেই স্বয়ং যীশুখ্রীষ্টও বিশ্বাস ও সত্যে, সমস্ত কোমলতা ও বিনা ক্রোধে, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা ও শুচিতায় তোমাদের গেঁথে তুলুন। তিনি তোমাদের তাঁর পবিত্রজনদের স্বত্বাংশের সহভাগী করে তুলুন: তোমাদের সঙ্গে আমাদেরও ও তাদের সকলকেও সেই উত্তরাধিকারের সহভাগী করে তুলুন, যারা আকাশের নিচে আমাদের প্রভু ও ঈশ্বর যীশুখ্রীষ্টকে ও *যিনি মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করলেন* [খ] সেই পিতাকে বিশ্বাস করবে।

[৩] সকল পবিত্রজনদের জন্য প্রার্থনা কর [গ]। সম্রাটদের [ঘ], কর্তৃপক্ষদের ও রাজাদের জন্যও প্রার্থনা কর; যারা তোমাদের নির্যাতন ও ঘৃণা করে [ঙ], তাদের জন্য ও ক্রুশের শত্রুদেরও জন্য [চ] প্রার্থনা কর, যাতে তোমাদের ফল সকল মানুষের মধ্যে প্রকাশমান হতে পারে ও তোমরা যেন তাঁর মধ্যে নিখুঁত হতে পার।

**১৩।** তোমরা ও ইগ্নাস, উভয়ই আমাকে লিখেছিলে যে, কেউ সিরিয়ায় গেলে, সে যেন তোমাদের পত্রগুলিও নিয়ে যায়। সুযোগ পেলে আমি তা করব, আমি নিজে, কিংবা সেই ব্যক্তি যাঁকে তোমাদের ও আমার প্রতিনিধি রূপে প্রেরণ করছি।

[২] তোমাদের অনুরোধ অনুসারে, আমরা তোমাদের কাছে ইগ্নাসের পত্রগুলি পাঠিয়ে দিচ্ছি—যেগুলি আমাদের কাছে তাঁর দ্বারা পাঠানো হয়েছিল, সেগুলি, ও সেই অন্যগুলিও যা আমাদের কাছে ছিল। সবকিছু এই পত্রের সঙ্গে পাঠিয়ে দেব; এ পত্রগুলি দ্বারা তোমরা অনেক উপকার লাভ করতে পারবে, কেননা সেগুলিতে রয়েছে বিশ্বাস, ধৈর্য, ও সেই সমস্ত কিছু যা আমাদের প্রভুতে গেঁথে ওঠার জন্য উপকারী। ইগ্নাস ও তাঁর সঙ্গীদের সম্বন্ধে তোমরা যত নিশ্চিত কথা শুনতে পেয়েছ, তা আমাদের জানাও।

**১৪।** আমি সেই ক্রেসেণ্ট দ্বারা তোমাদের কাছে এ পত্র লিখেছি, যাঁর বিষয়ে তোমাদের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে সুপারিশ করেছিলাম, ও এখনও করছি; কারণ আমাদের মাঝে তিনি অনিন্দনীয় ভাবে আচরণ করেছেন ও—বিশ্বাস করি—তোমাদের মাঝেও সেভাবে আচরণ করবেন। তাঁর ভগিনী [ছ] যখন তোমাদের মাঝে যাবে, তখন তার কথাও স্মরণে রাখ। প্রভু যীশুখ্রীষ্টে অটল থাক, ও তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের সকলের নিত্য সহায় হোক। আমেন।

---

**(ক)** 'চিরকালীন মহাযাজক' কথাটা হিব্রুদের কাছে পত্রে বহুবার উল্লিখিত।
**(খ)** গালাতীয় ১:১।
**(গ)** এফে ৬:১৮। এখানেও পবিত্রজন বলতে খ্রীষ্টবিশ্বাসী বোঝায়।
**(ঘ)** ১ তিমথি ১-২।
**(ঙ)** মথি ৫:৪৪।
**(চ)** ফিলি ৩:১৮।
**(ছ)** অর্থাৎ তাঁর খ্রীষ্টভক্তা স্ত্রী।